[২০১৮] ৩ এস. সি. আর. ৬০১

সীতারাম

বনাম

রাধে শ্যাম বিশ্বভ ও অন্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১২০০)

০৬ মার্চ, ২০১৮

[দীপক মিসরা, প্রধান বিচারপতি, সিজেআই, এ. এম. খানউইলকার এবং ড. ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিগণ]

রাজস্থান পৌরসভা নির্বাচন পিটিশন বিধিমালা, ২০০৯।

নিয়ম ৩ (৫) (ঘ) এবং ৭ (৩)-পৌর কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন পদে নির্বাচন-নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করে বিরোধ করা হয়েছে-৩ (৫) (ঘ) ধারা মেনে না চলার জন্য নির্বাচনী পিটিশন প্রত্যাখ্যানের আবেদন-নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল দ্বারা আবেদন খারিজ-ট্রাইব্যুনালের আদেশকে বিরোধ করে রিট পিটিশনে, হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে আবেদনটি রক্ষণযোগ্য নয়-আপিলের ভিত্তিতে, রায় দেওয়া হয়েছেঃ নিয়ম, ৩ (৫) (ঘ) 'আদেশ দেয় যে নির্বাচনী পিটিশনটি ট্রেজারি চালানের সাথে থাকতে হবে এবং ট্রেজারি চালানের সাথে কোষাগারে জমা রাখতে হবে-নিয়ম, ৭ (৩) নিয়ম না মানার জন্য নির্বাচনী পিটিশন খারিজ করার আদেশ দেয়-অতএব, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল আইনে নির্বাচনী পিটিশন-নির্বাচন আইন প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য ছিল।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির: ১. রাজস্থান পৌরসভা নির্বাচন পিটিশন নিয়মস, ২০০৯-এর নিয়ম ৩ (৫) (ঘ) নির্দেশ দেয় যে, নির্বাচনী পিটিশনের সঙ্গে ট্রেজারি চালান থাকবে, নিয়মে ব্যবহৃত শব্দটি 'সঙ্গত' এবং 'সঙ্গত' শব্দের অর্থ সহ-অস্তিত্ব বা সঙ্গতি। কোনও পৃথকীকরণ বা পৃথকীকরণ হতে পারে না। নির্বাচনী পিটিশনের সঙ্গে ট্রেজারি চালান এবং ট্রেজারি চালানের সঙ্গে কোষাগারে জমা রাখতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৩৭] [৬২৫-খ-সি]

২. এমন কোনও নিয়ম নেই যা নির্বাচনী পিটিশন পেশ করার সময় অনুমতি চাওয়ার পরে নির্বাচন ট্রাইবুনেলে ট্রেজারি চালান দাখিল করার নির্দেশ দেয়. যদি থাকে, তবে আগে চাওয়া যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ৩৭] [৬২৫-ই]

গুলাব সিং বনাম মুন্সিফ এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী এবং অন্যান্য ১৯৮১ ডাব্লুএলএন (ইউসি) ৭৮; বজরং লাল বনাম কানহাইয়া লাল এবং অন্যান্য আরএলডাব্লু ২০০৭ (২) রাজ ১৫৫১-এর উপর নির্ভর করেছিল।

৩, রাজস্থান পৌরসভা বিধিমালা, ২০০৯-এর নিয়ম ৭ বিচারকের কাছে আবেদন ছাড়া আর কোনও বিকল্প রাখে না। সুতরাং, উভয় নিয়মে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা বিবেচনা করে, ট্রেজারি চালান জমা করা যার অর্থ নির্বাচনী পিটিশন উপস্থাপনের সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ কোষাগারে জমা করা বাধ্যতামূলক। অতএব, অনিবার্য উপসংহার হল যে কোনও বৈধ নির্বাচনী পিটিশন উপস্থাপন করা হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল আইন অনুযায়ী নির্বাচনী পিটিশন প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য ছিল। [অনুচ্ছেদ ৩৮] [৬২৫-এইচ; ৬২৬-এ]

চরণলাল সাহু বনাম ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ এবং অন্যান্য (১৯৭৫) ৪ এসসিসি ৮৩২ – অনুসরণ করা হয়েছে। চরণলাল সাহু বনাম নন্দকিশোর ভাট এবং অন্যান্য (১৯৭৩) ২ এসসিসি ৫৩০; এল্টেমেশ রেইন বনাম চন্দুলাল চন্দ্রকার এবং অন্যান্য (১৯৮১) ২ এসসিসি ৬৮৯ – নির্ভর করা হয়েছে। কে. কামারাজা নাদার বনাম কুঞ্জু থেভার এবং অন্যান্য [১৯৫৯] এসসিআর ৫৮৩ : এআইআর ১৯৫৮ এসসি ৬৮৭; চন্দ্রিকা প্রসাদ ত্রিপাঠি বনাম শিবপ্রসাদ চাঁপুরিয়া এবং অন্যান্য [১৯৫৯] ২ সম্পূরক এসসিআর ৫২৭ : এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৮২৭; এম. করুণানিধি বনাম ড. এইচ.ভি. হনডে এবং অন্যান্য (১৯৮৩) ২ এসসিসি ৪৭৩; ওম প্রভা জৈন বনাম গিয়ান চাঁদ এবং অন্য এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৮৩৭ : [১৯৫৯] ২ সম্পূরক এসসিআর ৫১৬; বুধিনাথ ঝা বনাম মনিলাল যাদব (১৯৬০) ২২ ইএলআর ৮৬; এম.ওয়াই. ঘোরপাড়ে বনাম শিবাজি রাও এম. পোয়াল এবং অন্যান্য (২০০২) ৭ এসসিসি ২৮৯; টি.এম. জ্যাকব বনাম সি. পলুস এবং অন্যান্য (১৯৯৯) ৪ এসসিসি ২৭৪; ড. শিপ্রা এবং অন্যান্য বনাম শান্তি লাল খোইওয়াল এবং অন্যান্য (১৯৯৬) ৫ এসসিসি ১৮১; মুরারকা রাধেশ্যাম রাম কুমার বনাম রূপ সিং

রাঠোর এবং অন্যান্য এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১৫৪৫ : [১৯৬৪] ৩ এসসিআর ৫৭৩; জি.এম. সিদ্ধেশ্বর বনাম প্রসন্ন কুমার (২০১৩) ৪ এসসিসি ৭৭৬; অনিল বসুদেব সালগাঁওকর বনাম নরেশ কুশালী শিগাঁওকর (২০০৯) ৯ এসসিসি ৩১০ – প্রযোজ্য নয়।

আইন প্রসঙ্গ

(১৯৭৩) ২ এসসিসি ৫৩০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
[১৯৫৯] এসসিআর ৫৮৩	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১৪
(১৯৭৫) ৪ এসসিসি ৮৩২	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
(১৯৮১) ২ এসসিসি ৬৮৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[১৯৫৯] ২ সম্পূরক এসসিআর ৫২৭	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১৯
(১৯৮৩) ২ এসসিসি ৪৭৩	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২১
[১৯৫৯] ২ এসসিআর ৫১৬	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৩
(১৯৬০) ২২ ইএলআর ৮৬	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৩
(২০০২) ৭ এসসিসি ২৮৯	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৪
(১৯৯৯) ৪ এসসিসি ২৭৪	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৬
(১৯৯৬) ৫ এসসিসি ১৮১	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৬
[১৯৬৪] ৩ এসসিআর ৫৭৩	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৭
(২০১৩) ৪ এসসিসি ৭৭৬	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৮
(১৯৮১) ডব্লিউএলএন (ইউসি) ৭৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৫
(২০০৯) ৯ এসসিসি ৩১০	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ৩৭
আরএলডব্লিউ ২০০৭ (২) রাজ ১৫৫১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৭

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানী আপিল নং ১২০০, ২০১৮ সালের।

রাজস্থান উচ্চ আদালতের জয়পুর বেঞ্চের বিচার ও আদেশ তারিখ ০৩.০৭.২০১৭ হইতে এস. বি. সিভিল রিট পিটিশন নং ৮২৩৮, ২০১৭।

আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীগণ: মহাবীর সিং, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, আদিত্য সিং, রাজীব দালাল, অওধেশ যাদব, গগনদীপ, আইনজীবী।

প্রতিবাদীদের পক্ষে আইনজীবীগণ: সুশীল কুমার জৈন, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, পুনীত জৈন, প্রবীণ চৌধুরী, মিস ক্রিস্টি জৈন, অভিনব গুপ্ত, মিস প্রিয়াল জৈন, মিস যশিকা শর্মা, হর্ষ জৈন, মিস প্রতিভা জৈন, আইনজীবী।

আদালতের রায়টি প্রধান বিচারপতি দীপক মিস্রা দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১. বিশেষ অনুমতি দ্বারা এই আবেদনে বিবেচনার জন্য যে একক সমস্যাটি উত্থাপিত হয় তা হল জয়পুর বেঞ্চে রাজস্থানের হাইকোর্টের বিচার বিভাগ ২০১৭ সালের ৮২৩৮ নং এস. বি. দেওয়ানি রিট পিটিশন খারিজ করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত কিনা, যার ফলে আজমের জেলার কিষাণগড়ের (এখানে "নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত (২৩.০৫.২০১৭) তারিখের আদেশটি নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০১৬ সালের ৫৫ নং আইনের অধীনে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল আদেশ ৭ নং বিধি ১১ (ডি) এবং (ই) সহ পাঠ আদেশ ১৪ নং বিধি ২ এবং দেওয়ানী কার্যবিধি (সিপিসি)-এর ধারা ১৫১-এর অধীনে এই ভিত্তিতে নির্বাচনী আবেদন প্রত্যাখ্যান করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল যে রাজস্থান পৌরসভা নির্বাচন পিটিশন বিধি, ২০০৯ (এখানে "২০০৯ বিধি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) মেনে চলা হয়নি যা বাধ্যতামূলক।

২. অপ্রয়োজনীয় বিবরণ ব্যতীত, যে তথ্যগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল আবেদনকারী এবং ১ জন উত্তরদাতা যথাক্রমে কিষাণগড় পৌর কাউন্সিলের ২৮ ও ৪৫ নম্বর পুরসভার ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পৌর কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন পদে নির্বাচন ৪৫ জন ওয়ার্ড সদস্যের মধ্যে থেকে করতে হবে এবং উক্ত পদটি ওবিসি বিভাগের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। কোনও বিতর্ক নেই যে আবেদনকারী এবং ১ নং উত্তরদাতা উভয়ই ওবিসি বিভাগের অন্তর্গত। নির্বাচনটি ২১.০৮.২০১৫-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রিটার্নিং অফিসারের গণনা করা ভোট অনুসারে আবেদনকারী ২৩টি ভোট পেয়েছিলেন এবং ১ নং উত্তরদাতা ১৮টি ভোট পেয়েছিলেন যার ফলস্বরূপ আবেদনকারীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছিল। নির্বাচনকে বিরোধ করে, ২০১৫ সালের ১৮০ নং নির্বাচনী পিটিশনটি অভিযুক্ত করে যে নির্বাচিত প্রার্থীর পক্ষে ভোটগুলি ভুলভাবে গণনা করা হয়েছিল যদিও তারা এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য যে ১১ জন ভোটার ব্যালট পেপারে এমন চিহ্ন রেখে গেছেন যা তাদের সনাক্ত করতে পারে, উক্ত অভিযোগ ছাড়াও আরও কিছু দিকও দাবি করা হয়েছিল। পিটিশনে আরও উল্লেখ করা হয়েছিল যে আইন অনুসারে নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে ১,০০০ টাকা জমা করা হয়েছে।

৩, নির্বাচনী পিটিশনের জবাব দাখিল করার পর, আবেদনকারী ২০০৯ সালের বিধির ৩য় (ঘ) বিধি মেনে না চলার কারণে নির্বাচনী পিটিশন প্রত্যাখ্যানের জন্য সিপিসি-র আদেশ ৭ম বিধি ১১ এবং ধারা ১৫১-এর অধীনে আবেদন করেন। উপরোক্ত ছাড়াও, অন্যান্য কিছু কারণও নির্বাচনী পিটিশন প্রত্যাখ্যান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু উল্লিখিত কারণগুলি আমাদের সামনে প্রচার করা হয়নি, তাই আমাদের সেটার উপর নির্ভর করার দরকার নেই।

৪. নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, ২০০৯ সালের বিধিমালা অনুযায়ী, যে প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন বা যার মনোনয়নপত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তিনি একটি নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করতে পারেন, যার সঙ্গে ১,০০০ টাকার ট্রেজারি চালান জমা দিতে হবে এবং বিচারকের শুনানিতে, ২০০৯ সালের বিধিমালা অনুযায়ী ৭ (৩) নং বিধি অনুসারে নির্বাচনী পিটিশনটি খারিজ করতে বাধ্য, যা উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী নয়। এটি আবেদন করা হয়েছিল যে যদিও 'আই' উত্তরদাতা '০৯.০৯.২০১৫'-এ নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করেছিলেন, তবুও এর সঙ্গে ১, ০০০/- টাকার ট্রেজারি চালান ছিল না এবং এটি প্রমাণ করার জন্য, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ১৬ তারিখের আদেশের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছিল, যেখানে এটি নির্বাচনী আবেদনকারীকে পরিমাণ জমা করার অনুমতি দিয়েছিল। এটি ১৭.৯.২০১৫ তারিখের আদেশ থেকেও দৃশ্যমান। প্রত্যাখ্যানের আবেদনটি নির্বাচনী আবেদনকারী দ্বারা এই ভিত্তিতে বিরোধিতা করা হয়েছিল যে তিনি ১,০০০/- টাকার চালান প্রাপ্তির জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন এবং পরে পরিমাণ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং তাই, নির্বাচনী আবেদন প্রত্যাখ্যানের আবেদনটি বিবেচনার যোগ্য ছিল না।

৫. নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে, এই পরিমাণটি ১৬.০৮.২০১৫-এ জমা করা হয়েছিল এবং আরও যেহেতু নির্বাচনী আবেদনকারী আদালতে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন এবং আদালতের নির্দেশে উক্ত পরিমাণ জমা করেছিলেন এবং আদালতে তার রসিদ দাখিল করেছিলেন, তাই আদেশ ৭-এর নিয়ম ১১-এর অধীনে উত্থাপিত ভিত্তিটি ভিত্তিহীন ছিল এবং তা গ্রহণযোগ্য ছিল না।

৬. উপরোক্ত আদেশের ফলে আপীলকারী হাইকোর্টের কাছে রিট পিটিশন দায়ের করেন এবং নির্বাচন ট্রাইবুনেলে উত্থাপিত কারণগুলি পুনর্ব্যক্ত করেন। হাইকোর্ট, যা বিতর্কিত আদেশ থেকে স্পষ্ট, ২০০৯ সালের নিয়মে খোদাই করা বিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্নটির বিজ্ঞাপন দেয়নি এবং উল্লেখ করেছে যে, পরবর্তী সময়ে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে চালান জমা দেওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনী পিটিশনটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য কিনা, এই বিষয়টি বিবেচনা করার প্রয়োজন ছিল না কারণ আদেশ ৭ এর বিধি ১১ (ডি) এর অধীনে আবেদনটি যথাযথ ও ভুল-নির্দেশিত ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, হাইকোর্ট রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেয়। হাইকোর্ট আরও নির্দেশ দিয়েছে যে রিট আবেদনকারী তার লিখিত বিবৃতিতে নির্বাচনী আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার বিরুদ্ধে তার কাছে উপলব্ধ সমস্ত প্রতিরক্ষা আন্দোলন করতে স্বাধীন থাকবেন।

৭. আমরা আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী মহাবীর সিং এবং প্রথম প্রতিবাদীর পক্ষে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী সুশীল কুমার জৈনকে শুনিয়াছি।

৮. যেহেতু বিতর্কটি ২০০৯ সালের বিধির ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে, তাই উক্ত বিধির প্রকৃতি ও চরিত্র বিশ্লেষণ ও বোঝা প্রয়োজন। ২০০৯ সালের বিধির বিধি ৩ নির্বাচনী আবেদন সংক্রান্ত। বিধি ৩(৩)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া কোন কোন ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। উক্ত বিধির বিধি ৩(৫)-এ নির্বাচনী আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এই বিধিটি গুরুত্বপূর্ণ, তাই তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:-

"নিয়ম ৩ (৫)। একটি নির্বাচনী পিটিশন-

(ক)-এ আবেদনকারী যে বস্তুগত তথ্যের উপর নির্ভর করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি থাকবে;

(খ) আবেদনকারী যে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন তার সম্পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করবেন, যার মধ্যে এই ধরনের দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং 'এই ধরনের আচরণ করার' তারিখ ও স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(গ) আবেদনকারীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে এবং আবেদন যাচাইয়ের জন্য ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি (১৯০৮ সালের কেন্দ্রীয় আইন ৫)-তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাই করা হবে। আবেদনের যে কোনও তফসিল বা সংযুক্তিও আবেদনকারীর দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে এবং আবেদনের মতো একই পদ্ধতিতে যাচাই করা হবে, এবং

(ঘ)-এর সঙ্গে এক হাজার টাকার ট্রেজারি চালান থাকবে।

[জোর যোগ করা হয়েছে]

৯.২০০৯ সালের বিধির ৭ নং বিধি বিচারকের সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে। যেহেতু আমরা শুধুমাত্র নিয়ম ৭-এর উপ-নিয়ম (৩) নিয়ে উদ্বিগ্ন, এটি নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ-

নিয়ম ৭. বিচারকের সিদ্ধান্ত-

(৩) বিচারক একটি নির্বাচনী আবেদন খারিজ করবেন, যা এই নিয়মগুলির বিধানগুলি মেনে চলে না।

[নিম্নরেখাঙ্কিত আমাদের]

১০. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী মিঃ সিং জমা দিয়েছেন যে, বিধি ৩ (৫) (ডি) অনুসারে, একটি নির্বাচনী পিটিশনের সাথে ১,০০০/- টাকার ট্রেজারি চালান থাকা বাধ্যতামূলক এবং যদি উক্ত প্রয়োজনীয়তাটি মেনে চলা না হয়, তবে বিচারকের পক্ষ থেকে নির্বাচনী পিটিশন খারিজ করা বাধ্যতামূলক। তিনি অনুরোধ করবেন যে জমা না দেওয়ার বিষয়টি একটি রেকর্ডের বিষয় এবং প্রাসঙ্গিক নিয়মে ব্যবহৃত ভাষাটি চরিত্রগতভাবে বাধ্যতামূলক এবং তাই, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভুল করেছে এবং হাইকোর্ট সঠিকভাবে অ্যাডভার্ট না করে তার উপর ন্যস্ত এখতিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১১, ১ নং "উত্তরদাতার" "পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী মিঃ জৈন যুক্তি দেখান যে ২০০৯ সালের নিয়মাবলী জমা দেওয়ার জন্য ট্রেজারি চালান দাখিল করার শর্ত দেয় এবং ট্রেজারি চালান দাখিল করা এবং জমা দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তিনি জমা দেবেন যে আদালতের আদেশটি আদালতে জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ বিধি (দেওয়ানি), ১৯৮৬ (এরপরে" "১৯৮৬ বিধি" "হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) যা রাজস্থান রাজ্যে প্রচলিত। অন্যান্য সিদ্ধান্ত ছাড়াও, তিনি ২০১৬ সালের দেওয়ানী রাইট (সিডব্লিউ) নং ৭৬৩৭-এ রাজস্থান হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারকের দ্বারা গৃহীত ০৮.০৮.২০১৬ তারিখের রায়টির প্রশংসা করেছেন।"

১২. আমানতের পদ্ধতি এবং ১৯৮৬ সালের বিধিমালার অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার আগে, নির্বাচনী পিটিশন উপস্থাপনের সাথে সম্পর্কিত নির্দেশাবলী নিয়ে কাজ করা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে।

১৩. চরণ লাল সাহু বনাম নন্দকিশোর ভট্ট এবং অন্যান্যদের মামলায়, আদালত গণপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ (সংক্ষেপে, "১৯৫১ আইন")-এর ১১৭ ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি নিয়ে কাজ করছিল যার জন্য প্রয়োজন যে একটি নির্বাচনী পিটিশন পেশ করার সময়, আবেদনকারী হাইকোর্টের নিয়ম অনুসারে পিটিশনের খরচের জন্য জামিন হিসাবে দুই হাজার টাকা হাইকোর্টে জমা করবেন এবং এটি হাইকোর্টকে নির্বাচন আবেদনকারীকে নির্দেশ দিতে পারে এমন খরচের জন্য আরও সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আহ্বান করার ক্ষমতাও প্রদান করে। হাইকোর্টের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারাটি শুধুমাত্র ডিরেক্টরি এবং বাধ্যতামূলক নয় এবং ২০০০/- টাকা জমা শুধুমাত্র নির্বাচনী আবেদনের বিচার চলাকালীন খরচ সুরক্ষিত করার জন্য। উক্ত আবেদনটি হাইকোর্টের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। দুই-বিচারক

বেঞ্চ ভারতের সংবিধানের ৩২৯ (খ) অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনও আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপিত নির্বাচনী পিটিশন ব্যতীত সংসদের কোনও সভায় বা কোনও রাজ্যের আইনসভার কোনও সভায় বা কোনও সভায় কোনও নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।

৩,... প্রদত্ত অধিকারটি একটি সংবিধিবদ্ধ অধিকার হওয়ায়, সেই সংবিধির শর্তাবলী মেনে চলতে হত। নির্বাচনকে বিরোধ করার জন্য কোনও সাধারণ আইনের অধিকারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আবেদনটি উপস্থাপন করতে বিলম্বকে ক্ষমা করার বা আবেদনকারীকে খরচের জন্য সুরক্ষা প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোনও বিচক্ষণতা কেবল নির্বাচনী বিরোধ পরিচালনাকারী সংবিধির অধীনে প্রদান করা যেতে পারে। যদি এই বিষয়গুলির কোনওটির ক্ষেত্রে কোনও বিচক্ষণতা প্রদান করা না হয়, তবে কোনও সাধারণ আইন বা সাম্যের কোনও নীতির অধীনে কোনওটিই প্রয়োগ করা যাবে না। এই আদালত রায় দিয়েছে যে নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে ভোট দেওয়ার বা দাঁড়ানোর অধিকার কোনও নাগরিক অধিকার নয়, তবে এটি একটি আইন বা বিশেষ আইনের সৃষ্টি এবং এটি অবশ্যই তার দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে হতে হবে, নু পোন্নুস্বামী বনাম রিটার্নিং অফিসার, নামাক্কাল নির্বাচনী এলাকায় "এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে কঠোরভাবে বলতে গেলে, তার নিজস্ব সদস্যদের নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় পরীক্ষা ও নির্ধারণ করা আইনসভার একমাত্র অধিকার, এবং যদি আইনসভা এটিকে নিজের হাত থেকে সরিয়ে নেয় এবং একটি বিশেষ ট্রাইবুনেলে সম্পূর্ণ নতুন এবং অজানা এখতিয়ার স্থাপন করে, তবে বিশেষ এখতিয়ারটি সেই আইন অনুসারে প্রয়োগ করা উচিত যা এটি তৈরি করে।

১৪. আদালত মতামত দিয়েছে, ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় নির্বাচনী পিটিশনের সাথে জামানত জমা দেওয়ার আদেশ আদালতের কাছে নির্বাচনী পিটিশন প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর কোনও উপায় রাখে না। এখানে এটি লক্ষণীয় যে আদালত কে. কামরাজা নাদার বনাম কুঞ্জুজু থেভার এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বকে আলাদা করেছে যেখানে ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারার অপরিশোধিত বিধানের অধীনে নির্বাচনী আবেদনকারী সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা করেছিলেন কিন্তু সরকারী কোষাগারের রসিদে সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্টের শিরোনাম উল্লেখ করেননি বা পূর্বোক্ত ধারায় প্রদত্ত নির্বাচন কমিশনের সচিবের পক্ষে জমা করা হয়নি। কে. কামরাজা নাদারের (উপরে) মামলায় আদালত অপরিশোধিত ১১৭ ধারার ব্যাখ্যা দিয়ে এইভাবে প্রকাশ করেছিলঃ-

" ৩১..... এটা কল্পনা করা অযৌক্তিক হবে যে কোনও সরকারি কোষাগারে বা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে জমা দেওয়া অর্থ ধারা ১১৭-এর বিধানগুলির সাথে যথেষ্ট সম্মতি হবে না এবং ধারা ৮৫ বা ধারা ৯০ (৩)-এর অধীনে পিটিশনটি বাতিল করা জড়িত থাকবে। উপরের দৃষ্টান্তটি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে ধারা ১১৭-এ ব্যবহৃত "নির্বাচন কমিশনের সচিবের পক্ষে" শব্দগুলি ডিরেক্টরি এবং তাদের চরিত্রে বাধ্যতামূলক নয়। ১১৭ ধারায় যা রয়েছে তার সারমর্ম হল আবেদনকারীকে পিটিশনের খরচের জন্য সুরক্ষা প্রদান করতে হবে এবং পিটিশনের সঙ্গে একটি সরকারি কোষাগার রসিদ সংযুক্ত করতে হবে যাতে দেখানো হয় যে তাঁর দ্বারা সরকারি কোষাগারে বা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এক হাজার টাকা জমা করা হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের হাতে আইন দ্বারা অনুমোদিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করার জন্য রয়েছে এবং এটি তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন বা তার দ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত যে কোনও ব্যক্তির কাছে যথাযথ আবেদনের ভিত্তিতে প্রদেয়, সে নির্বাচন কমিশনের সচিব হোক বা অন্য যে কেউ।

৩২. অতএব, নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থাপিত প্রমাণের মাধ্যমে যদি এটা দেখানো যায় যে, সরকারি কোষাগার রসিদ বা চালন যা আবেদনকারী কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েছিল এবং নির্বাচন কমিশনে উপস্থাপিত তাঁর আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল, তা এমন ছিল যে নির্বাচন কমিশন সেই পক্ষে প্রয়োজনীয় আবেদনে সফল পক্ষকে ব্যয় প্রদানের জন্য উক্ত এক হাজার টাকা আদায় করার মতো অবস্থানে থাকতে পারে, তবে এটি ধারা ১১৭-এর প্রয়োজনীয়তার সাথে যথেষ্ট সম্মতি হবে। আমাদের সামনে আবেদনকারীর পক্ষে যে দাবি করা হয়েছে ১১৭ ধারার শর্তাবলীর সাথে এমন কোনও আক্ষরিক সম্মতি মোটেও প্রয়োজনীয় নয়।

১৫, যেমনটি আগে বলা হয়েছে, উক্ত সিদ্ধান্তটি আলাদা করা হয়েছিল এবং উপরোক্ত উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে করা বিশ্লেষণের থেকে পার্থক্যটি স্পষ্ট।

১৬, এই প্রসঙ্গে, চরণ লাল সাহু বনাম ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ এবং অন্যান্যদের মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উল্লেখ শিক্ষণীয়। উক্ত মামলায়, আবেদনকারীর মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল ৫-খ এবং ৫-গ ধারা মেনে না চলার ভিত্তিতে. রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৫২-এ একটি

১৯৭৪ সালের ৫ নং আইন দ্বারা করা সংশোধনী। ধারা ৫-গ (১) অনুযায়ী কোনও প্রার্থীকে নির্বাচনের জন্য যথাযথভাবে মনোনীত বলে মনে করা হবে না, যদি না তিনি দুই হাজার পাঁচশো টাকা জমা দেন বা জমা করান। ধারা ৫-গ (২)-এ বলা হয়েছে যে, উপ-ধারা (১)-এর অধীনে জমা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সেই উপ-ধারার অধীনে জমা করা হয়েছে বলে মনে করা হবে না, যদি না ধারা ৫-খ-র উপ-ধারা (১)-এর অধীনে মনোনয়নপত্র উপস্থাপনের সময় প্রার্থী হয় সেই অর্থ রিটার্নিং অফিসারের কাছে নগদে জমা করেন বা জমা করান, অথবা মনোনয়নপত্রের সঙ্গে একটি রসিদ সংযুক্ত করেন যাতে দেখা যায় যে, উক্ত অর্থ তাঁর পক্ষ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। উক্ত মামলায় আবেদনকারী তাঁর মনোনয়নপত্র সহ রিটার্নিং অফিসারের কাছে ২৫০০ টাকা মূল্যের একটি চেক পাঠিয়েছিলেন। ৫-গ ধারার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আদালত বলে যে, ২৫০০ টাকার চেক সংযুক্ত করা ধারা ৫-গ-এর উপ-ধারা (২)-এর বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে না। আদালত এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছে যে, কোনও প্রার্থীকে হয় নগদ অর্থ জমা করতে হবে অথবা মনোনয়নপত্রের সঙ্গে একটি রসিদ সংযুক্ত করতে হবে যা দেখায় যে, উক্ত অর্থ তাঁর পক্ষ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বা কোনও সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, প্রবীণ কৌঁসুলি মহাবীর সিং বলবেন যে ট্রেজারি চালানের ধারণার অর্থ স্পষ্টতই কোষাগারে জমা করা এবং নির্বাচনী পিটিশন উপস্থাপনের সময় যে পরিমাণ অর্থ জমা করা হয়েছে তার রসিদ দাখিল করা কিন্তু জমা দেওয়ার অনুমতি চেয়ে আদালতে চালান দাখিল করা নয়। প্রবীণ কৌঁসুলি শ্রী জৈন এই জমা দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন, দুটি বিষয়ে, যথা, অনুমতি চাওয়া অপরিহার্য এবং যতক্ষণ পর্যন্ত জমা রয়েছে, ততক্ষণ নির্বাচনী পিটিশনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় বলে বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত দিকটি নিয়ে আলোচনা করব।

১৭. আলতেমেশ রেইন বনাম চান্দুলাল চন্দ্রকর এবং অন্যান্যদের 'মামলায় আদালত মতামত দিয়েছে যে, ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারা সংবিধানের ৩২৯ (খ) অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতার উৎস নিয়ে প্রণীত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত আইনসভা দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতিতে এমন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি নির্বাচনী আবেদন পেশ করতে হবে। উক্ত ক্ষেত্রে, স্বীকারযোগ্যভাবে, আবেদনকারী নির্বাচনী আবেদনে বলেছেন যে তিনি ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় আবেদনের সাথে ২০০০/- টাকার নিরাপত্তাজনিত পরিমাণ জমা করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের কোনও আমানত করা হয়নিঃ-

৩. একমাত্র যে প্রশ্নটি রয়ে গেছে তা হল আইনের ১১৭ ধারা মেনে না চলার পরিণতি কী। চরণ লাল সাহু বনাম নন্দকিশোর ভট্ট (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে হাইকোর্টের কোনও নির্বাচনী পিটিশন প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই যা আইনের ১১৭ ধারায় প্রদত্ত সুরক্ষার পরিমাণ প্রদানের সাথে যুক্ত নয়। আইনের ৮৬ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে হাইকোর্ট এমন একটি নির্বাচনী পিটিশন খারিজ করবে যা ৮১,৮২ বা ১১৭ ধারার বিধানগুলি মেনে চলে না। বিষয়টির সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে, হাইকোর্ট নির্বাচনের আবেদনটি সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল। "

১৮. উপরোক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এটা স্পষ্ট যে, আমানত সংক্রান্ত বিধান মেনে চলতে হবে, যা ব্যর্থ হলে আদালতের কাছে নির্বাচনী আবেদন প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

১৯. আই উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী মিঃ জৈন যথেষ্ট সম্মতি সম্পর্কিত যুক্তি তুলে ধরেছেন। এই বক্তব্যকে শক্তিশালী করার জন্য, চন্দ্রিকা প্রসাদ ত্রিপাঠি বনাম শিব প্রসাদ চানপুরিয়া এবং অন্যান্যদের মামলায় তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্ত থেকে প্রচুর অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে। উক্ত মামলায়, আদালত ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারার অপরিশোধিত বিধান নিয়ে কাজ করছিল। আদালত কে. কামরাজা 'নাদর (সুপ্রা)-এর আগের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে এবং মতামত দিয়েছে যে ১১৭ ধারাকে কঠোরভাবে বা প্রযুক্তিগতভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় এবং যেখানেই এটি দেখানো হয়েছে যে এর প্রয়োজনীয়তার সাথে যথেষ্ট সম্মতি হয়েছে, ট্রাইব্যুনালের প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে নির্বাচনী আবেদন খারিজ করা উচিত নয়। ১১৭ ধারায় ব্যবহৃত ভাষা স্ক্যান করে আদালত রায় দেয়ঃ-

প্রকৃতপক্ষে এটা স্পষ্ট যে, কামরাজ নাদারের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে যে রসিদ নিয়ে এই আদালত কাজ করছিল, তা সম্ভবত বর্তমান মামলার রসিদ থেকে কিছুটা বেশি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। "ফেরতযোগ্য" শব্দটি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে যুক্তিটি এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে যে, শর্তাবলীর মধ্যে সুরক্ষাটি প্রশ্নবিদ্ধ লেক্সনের আবেদনের ক্ষেত্রে করা হয়েছে এবং এটি যথাযথভাবে নির্বাচন কমিশনের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে। অতএব, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে নির্বাচন কমিশনের জন্য যদি কোনও সুযোগ আসে

সফল পক্ষকে এই পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিষয়ে একটি আদেশ দিন, "ফেরতযোগ্য" শব্দটির ব্যবহার যাই হোক না কেন কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করবে না। আমরা মনে করি যে আইনের ১১৭ ধারা দ্বারা প্রয়োজনীয় হিসাবে উত্তরদাতা দ্বারা সুরক্ষা করা হয়েছে এবং বর্তমান কার্যধারায় নির্বাচন কমিশনের নিষ্পত্তি হবে।

২০. উপরোক্ত উক্তিটি পর্যালোচনার সময়, আমরা বলতে চাই যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি চরণ লাল সাহু (১) (উপরে), মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে আলাদা করতে হবে।

২১, এম. করুণানিধি বনাম ডঃ এইচ. হান্ডে এবং অন্যান্যদের মামলায়, দুই বিচারপতির বেঞ্চ ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারার ব্যাখ্যা দিচ্ছিল, যেখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, হাইকোর্টের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না যে, উচ্চ আদালতে খরচের সুরক্ষার জন্য ২,০০০ টাকা জমা দেওয়ার বিষয়টি বাধ্যতামূলক ছিল এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতি ডিরেক্টরি ছিল। এই আদালতের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারার উপ-ধারা (১)-এর বিধানগুলি বাধ্যতামূলক এবং তাই, এটি মেনে না চলার জন্য ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারার উপ-ধারা (১)-এর অনুকরণে নির্বাচনী আবেদন খারিজ করতে হবে। বিধানটি বাধ্যতামূলক কিনা সে বিষয়ে আদালত এই বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে বলেছেঃ-

"২০. এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে বাধ্যতামূলক আকারে একটি আইন প্রণয়ন মূলত ডিরেক্টরি হতে পারে এবং" হবে "শব্দের ব্যবহার বিষয়টি শেষ করে না। ব্যাখ্যার সাধারণ নিয়মটি সুপরিচিত এবং এটি আইনসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য একটি সহায়ক যা নির্ধারণকারী ফ্যাক্টর, এবং এটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে। ৫১৬ পৃষ্ঠায় সংবিধিবদ্ধ নির্মাণের উপর ক্রফোর্ডের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি নিয়মটি তুলে ধরেঃ

"একটি আইন বাধ্যতামূলক বা ডিরেক্টরি কিনা তা প্রশ্নটি আইনসভার অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে এবং যে ভাষায় অভিপ্রায়টি পরিহিত করা হয়েছে তার উপর নয়। আইনসভার অর্থ ও অভিপ্রায় অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে এবং এগুলি নির্ধারণ করতে হবে, কেবল বিধানের বাক্যাংশবিদ্যা থেকে নয়, এর প্রকৃতি, এর নকশা এবং এটিকে একরকম বা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে যে পরিণতি ঘটবে তা বিবেচনা করে।"

এই অনুচ্ছেদটি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য. বনাম মানবোধন লাল শ্রীবাস্তব, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বনাম বাবু রাম উপাধ্যায় এবং রাজা বুলন্দ সুগার কোং লিমিটেড বনাম পৌরসভা বোর্ড, রামপুর-এর আদালতে অনুমোদনের সাথে উদ্ধৃত করা হয়েছিল। "মানবোধন লাল মামলায় আদালত যেখানে সংবিধানের ৩২০ (৩) (সি) অনুচ্ছেদকে ডিরেক্টরি এবং 'বাধ্যতামূলক নয় বলে মনে করা হয়েছিল, মন্ট্রিল স্ট্রিট রেলওয়ে কোম্পানি বনাম নরম্যান্ডিন'-এর প্রিভি কাউন্সিলের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলির উপর নির্ভর করেছিল।

"কোনও সংবিধির বিধানগুলি ডিরেক্টরি বা আবশ্যক কিনা এই প্রশ্নটি এই দেশে প্রায়শই উত্থাপিত হয়েছে, তবে এটি বলা হয়েছে যে কোনও সাধারণ নিয়ম স্থাপন করা যায় না এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সংবিধির উদ্দেশ্য অবশ্যই দেখা উচিত। এই বিষয়ে মামলাগুলি ম্যাক্সওয়েলের সংবিধিতে, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৯৬ এবং নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলিতে সংগ্রহ করা পাওয়া যাবে। যখন কোনও সংবিধির বিধানগুলি যথাযথভাবে জনসাধারণের সম্পাদনার সাথে সম্পর্কিত এবং মামলাটি এমন হয় যে তা বাতিল এবং অকার্যকর কাজগুলিকে ধরে রাখে। এই দায়িত্বের অবহেলা গুরুতর সাধারণ অসুবিধা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবিচার সৃষ্টি করবে এবং একই সাথে আইনসভার মূল উদ্দেশ্যকে উন্নীত করবে না, এই ধরনের বিধানগুলিকে কেবল ডিরেক্টরি হিসাবে ধরে রাখা অভ্যাস ছিল, যদিও তাদের অবহেলা শাস্তিযোগ্য, কৃত কাজের বৈধতাকে প্রভাবিত করে না।

২২. এই কথা বলার পর দুই বিচারপতির বেঞ্চ মাদ্রাজ হাইকোর্ট (নির্বাচন পিটিশন) বিধিমালা, ১৯৬৭-এর বিধি ৮-এর কথা উল্লেখ করে। এটি লক্ষণীয় যে, উক্ত বিধি আমানতের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। আদালতের সামনে যুক্তি পেশ করা হয়েছিল যে, এটা বলা পরস্পরবিরোধী যে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের জমা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অর্থ জমা করা হল ১১৭ ধারার উপ-ধারা (১)-এর যথেষ্ট সম্মতি, যখন বিধি ৮-এ বলা হয়েছে যে, অর্থ হাইকোর্টে নগদে জমা করা উচিত এবং ১১৭ ধারার উপ-ধারা (১)-এর অধীনে নির্ধারিত একমাত্র পদ্ধতি এটিই।

২৩. উক্ত আবেদন খারিজ করে আদালত বলেছেঃ-

"আমরা ভয় পাচ্ছি, আমরা এই যুক্তিটি মেনে নিতে অক্ষম। নিয়ম ৮-এর একটি আক্ষরিক এবং যান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রকাশ্য অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করবে কারণ এটি বোঝায় যে প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচন

আবেদনকারীকে আইনের ১১৭ ধারার উপ-ধারা (১) অনুসারে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খরচের জন্য রেজিস্ট্রারকে নগদ ২০০০ টাকা দিতে হবে এবং তার কাছ থেকে একটি রসিদ পেতে হবে, নিয়ম ৮-এ নগদ কীভাবে পরিচালনা করা হবে সে সম্পর্কে নীরব থাকে। সাধারণত কোনও হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার সুরক্ষার আমানতের পরিমাণ নগদে গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায় না। দ্বিতীয় সহকারী রেজিস্ট্রার কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি যে অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল তা নির্বাচন পিটিশন বিধির নিয়ম ৮-এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যেহেতু নিয়ম ৮ নগদ জমা করার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নির্ধারণ করে না, তাই বিষয়টি মাদ্রাজ হাইকোর্ট (অরিজিনাল সাইড) নিয়মস, ১৯৫৬-এর আদেশ ৩১-এর নিয়ম ২ দ্বারা পরিচালিত হয়, কারণ নির্বাচন পিটিশন নিয়মস-এর নিয়ম ১২-এর কারণে। যদিও আদেশ ৩১ নিয়ম ২ শর্তাবলীতে প্রযোজ্য নয় কারণ আদেশ ৩১ "দেওয়ানি আদালতের আমানত এবং আবেদনকারীদের অর্থের অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা করার জন্য আদালতে অর্থ প্রদানের" সাথে সম্পর্কিত, এবং যদিও হাইকোর্টের জারি করা ডিক্রি বা আদেশ অনুসরণ ছাড়া নিয়ম ২-এর অধীনে কোনও মামলা দায়েরের সময়সূচী প্রস্তুত করা যাবে না। হাইকোর্টের দ্বারা বিচারাধীন বা নিষ্পত্তি হওয়া কোনও কার্যধারার ক্ষেত্রে, এখনও নির্বাচন পিটিশন বিধিমালার ১২ নম্বর বিধির ভিত্তিতে, অর্থাৎ হাইকোর্টে নগদ ২০০০ টাকা জমা করার পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, অর্থাৎ জমা দেওয়ার সময়সূচির ভিত্তিতে অ্যাকাউন্টস বিভাগ দ্বারা প্রস্তুত করা পূর্ব-প্রাপ্ত চালানের শক্তির ভিত্তিতে অর্থ জমা করা হবে। এটিই ছিল একমাত্র প্রক্রিয়া যা প্রযোজ্য ছিল এবং জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতিতে কোনও ভুল ছিল না। যখন অ্যাকাউন্টস বিভাগ কর্তৃক জারি করা পূর্ব-প্রাপ্ত চালানের সঙ্গে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের জমা করা অর্থ জমা করা হয় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "নগদে প্রাপ্ত" অনুমোদন করে, তখন এটি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে অর্থ প্রদান হাইকোর্টে করা হয়েছিল এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন বহনকারী পূর্ব-প্রাপ্ত চালানটি অবশ্যই নিয়ম ৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রারের রসিদ হিসাবে বিবেচিত হবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হাইকোর্টের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছে।

উল্লেখ্য, আদালত **কে. কামারাজা নাদার** (উপরিউক্ত), **চন্দ্রিকা প্রসাদ ত্রিপাঠী** (উপরিউক্ত), **ওম প্রভা জৈন বনাম জিয়ান চাঁদ এবং অন্যজন**, এবং **বুধি নাথ ঝা বনাম মনিলাল যাদব** মামলাগুলোর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছে

১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারাকে কঠোরভাবে বা প্রযুক্তিগতভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় এবং এর প্রয়োজনীয়তার সাথে যথেষ্ট সম্মতি যথেষ্ট হিসাবে বিবেচিত হবে। চরণ লাল সাহু (১) (উপরে) এবং আলতেমেশ রেইন (উপরে)-এর সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। দুই বিচারকের বেঞ্চ এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে নির্বাচনী আবেদনকারীকে খরচের জন্য সুরক্ষা প্রদানের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোনও বিধান নেই।

২৪. যেহেতু আমরা শুধুমাত্র আমানতের বিষয়ে উদ্বিগ্ন, তাই আমরা এম. ঘোরপাড়ে বনাম শিবাজী রাও এম. পোয়াল এবং অন্যান্যদের মামলায় তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করতে পারি। উক্ত মামলায়, ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ নম্বর ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা হাইকোর্ট নং ৫ দ্বারা জমা করা হয়েছিল এবং নির্বাচন আবেদনকারী দ্বারা নয়, যিনি এই আদালতের সামনে ১ নং উত্তরদাতা ছিলেন। হাইকোর্ট এই রায় দিতে এসেছিল যে যেহেতু প্রশ্নযুক্ত আমানত আবেদনকারী দ্বারা করা হয়েছিল, এবং এটিকে নির্বাচনী আবেদনের খরচের জন্য সুরক্ষা হিসাবে বিবেচনা করতে হয়েছিল। উক্ত উদ্দেশ্যে, হাইকোর্ট চন্দ্রিকা প্রসাদ ত্রিপাঠির (উপরে) সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত এবং এম করুণানিধির (উপরে) কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করেছিল। এই আদালতের সামনে অনুরোধ করা হয়েছিল যে চরণ লাল সাহু (১) (উপরে) এবং আলতেমেশ রেইন (উপরে)-এর ভিত্তিতে, হাইকোর্টের দ্বারা প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভুল ছিল, কারণ প্রতিবাদী নং ৫ দ্বারা জমা দেওয়া অর্থ কখনই নির্বাচনী আবেদনকারীর দ্বারা জমা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যে ১১৭ ধারার উদ্দেশ্য হল তুচ্ছ নির্বাচনী পিটিশনগুলিকে নিরুৎসাহিত করা এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী পিটিশনে সফল দলগুলির পক্ষে খরচের ব্যবস্থা করা। 'আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে ১১৭ ধারার উপ-ধারা (২) হাইকোর্টকে একটি নির্বাচনী পিটিশনের বিচার চলাকালীন কোনও নির্বাচনী আবেদনকারীকে এমন সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আহ্বান করার ক্ষমতা দেয় যা মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় হতে পারে। চরণ লাল সাহু (১) (উপরোক্ত) মামলার সিদ্ধান্তটি আলাদা করা হয়েছিল কারণ এটি আমানত না করার মামলা ছিল। এলতেমেশ রেইন (সুপ্রা)-এর কর্তৃত্বকেও আলাদা করা হয়েছিল কারণ এই ধরনের কোনও আমানত করা হয়নি যদিও পিটিশনে বলা হয়েছিল যে সুরক্ষার পরিমাণ জমা করা হচ্ছে। আদালত এম করুণানিধির (সুপ্রা) উপর নির্ভর করে এবং শেষ পর্যন্ত রায় দেয়ঃ

"এই আদালত কে. কামরাজা নাদার বনাম কুঞ্জু থেভারের মামলায় এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিল যা আইনের ১১৭ ধারার বিধানের অধীনে একটি মামলা ছিল, যেমনটি এটি সংশোধনীর আগে ছিল

যেখানে রসিদটিও দেখায় যে আমানত জমা করা হয়েছিল কিন্তু এটি দেখায়নি যে আমানত নির্বাচন কমিশনের সচিবের পক্ষে করা হয়েছিল। যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল ১১৭ ধারায় অন্তর্ভুক্ত "নির্বাচন কমিশনের পক্ষে" অভিব্যক্তিটি, যেমনটি তখন ছিল, বাধ্যতামূলক ছিল কি না, এবং এই আদালত বলেছিল যে ১১৭ ধারার প্রথম অংশটি বাধ্যতামূলক ছিল, তবে পরবর্তী অংশটি নয়। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে গুণ করার প্রয়োজন নেই, তবে এটি বলার জন্য যথেষ্ট যে, নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করার সময় অবশ্যই ২০০০ টাকা জমা করতে হবে এবং এটি নিঃসন্দেহে বাধ্যতামূলক, তবে কার মাধ্যমে অর্থ জমা করা হবে ইত্যাদি বাধ্যতামূলক বলে ধরে নেওয়া যায় না।

(আমাদের নিম্নরেখাঙ্কিত)

উপরোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে, এটি সুস্পষ্ট যে উপস্থাপনার সময় আমানত বাধ্যতামূলক কিন্তু পদ্ধতি নয়।

২৫. যথেষ্ট সম্মতি এবং নিরাময়ের মতবাদের ক্ষেত্রে অনেক কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করতে পারি।

২৬. ই. এম. জ্যাকব বনাম সি. পলোজ এবং অন্যান্যদের মামলায়, সংবিধান বেঞ্চ হলফনামার আসল অনুলিপি সম্পর্কিত ত্রুটিগুলি নিয়ে কাজ করছিল যা ডঃ শিপ্রা এবং অন্যান্য বনাম শান্তিলাল খাইওয়াল এবং অন্যান্যদের *-এ বাধ্যতামূলক বলে মনে করা হয়েছে। বৃহত্তর বেঞ্চ এইভাবে প্রকাশ করেছেঃ-

৪০. আমাদের মতে, এটি ফর্মের প্রতিটি ছোটখাটো পরিবর্তন নয়, বরং পদার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি যা আইনের ৮১ (৩) ধারার বিধানগুলি মেনে না চলার কারণ হতে পারে এবং ৮৬ (১) ধারার অধীনে ফলাফল অনুসরণ করতে পারে। কর্তৃত্বের ওজন স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নমনীয়তার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যদিও মূল থেকে অগ্রহণযোগ্য বিচ্যুতি আইনের ৮৬ (১) ধারার অধীনে একটি নির্বাচনী পিটিশন খারিজ করতে পারে, তবে সত্য অনুলিপির একটি তুচ্ছ পরিবর্তনকে মারাত্মক ত্রুটি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তবে, যে ত্রুটিগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতির হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে বা যা তা নয় সেগুলি তালিকাভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় বা সম্ভব নয়। এটি প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে এবং কোনও কঠোর ও দ্রুত সূত্র নির্ধারণ করা যাবে না

২৭. বলা যেতে পারে, উক্ত মামলায় আদালত মুরারকা রাধে শ্যাম রাম কুমার মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছে। "রূপ সিং রাঠোর এবং অন্যান্যরা" এবং মতামত দিয়েছে যে এতে নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি সঠিক এবং এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

২৮, জি. এম. সিদ্ধেশ্বর বনাম প্রসন্ন কুমার মামলায় তিন বিচারপতির বেঞ্চ জেড. এম. জ্যাকব (উপরে)-কে উল্লেখ করার পর রায় দেয় যে হলফনামা যাচাইয়ের ত্রুটি নির্বাচনী আবেদনের জন্য মারাত্মক নয় এবং এটি নিরাময় করা যেতে পারে। অনিল বাসুদেব সালগাঁওকর বনাম নরেশ কুশলী শিগাঁওকরের একটি অংশের উল্লেখ করা হয়েছিল যেখানে এটি বলা হয়েছেঃ

৫০. এই অবস্থানটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে কোনও নির্বাচনী পিটিশন সংক্ষেপে খারিজ করা যেতে পারে যদি এটি দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পদক্ষেপের কারণ উপস্থাপন না করে। নির্বাচনী পিটিশনে বস্তুগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনের ৮৩ ধারা দ্বারা নির্দেশিত বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে না চললে বিধির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যথাযথ আদেশ পাস করা যেতে পারে।

২৯, এই কথা বলার পর, তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দেয়;-

৫২. এই সিদ্ধান্তগুলি থেকে উদ্ভূত নীতিগুলি হল, যদিও আইনের ৮৩ ধারার বিধানগুলির সঙ্গে সঙ্গতি না রাখা একটি নিরাময়যোগ্য ত্রুটি, তবুও অবশ্যই এর বিধানগুলির সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতি থাকতে হবে। তবে, যদি আইনের ৮৩ ধারার বিধানগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ সঙ্গতি না থাকে, তবে আবেদনটিকে নির্বাচনী আবেদন হিসাবে বর্ণনা করা যায় না এবং দ্বারপ্রান্তে খারিজ করা যেতে পারে।

" ৩০. আমরা অবিলম্বে স্পষ্ট করতে পারি যে, উপরোক্ত মামলাগুলি" "সত্যিকারের অনুলিপি" "," "যাচাইকরণ" "," "হলফনামা" "এবং নিরাময়যোগ্যতার নীতির প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কিত যথেষ্ট সম্মতি নিয়ে কাজ করে। জি. এম-এ" "সিদ্ধেশ্বর" "(উপরে), আদালত ১৯৫১ সালের আইনের ৮৩ ধারার বিধানের সাথে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অমান্য করার মধ্যে পার্থক্য করেছে যার ফলে নির্বাচনী পিটিশনটিকে নির্বাচনী পিটিশন হিসাবে বর্ণনা করা যায় না এবং প্রান্তিকে খারিজ করা যেতে পারে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, আমরা ট্রেজারি চালান দ্বারা আমানতের সাথে আবদ্ধ হয়েছি যা নির্বাচনী পিটিশনের সাথে থাকবে। নিয়মটি স্পষ্ট শর্তে নির্ধারণ করে যে ট্রাইবুনাল অমান্যের ক্ষেত্রে পিটিশনটি খারিজ করে দেবে। আমরা ১৯৫১ সালের আইনের ১১৭ ধারার অধীনে সুরক্ষা আমানত সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের কাছে উল্লেখ করেছি।

বর্তমান নিয়মগুলি পৌর নির্বাচনকে বোঝায়। এটি লক্ষণীয় যে ১৫ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচনী পিটিশনে এইভাবে বলা হয়েছেঃ

"১৫. এই আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় আদালতের ফি প্রদান করা হয়েছে। আইন অনুসারে এই মাননীয় আদালতে ১০০০/- টাকা জমা করা হয়েছে। এই আবেদনের একটি অনুলিপি ইতিমধ্যে জেলা, রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠানো হয়েছে।"

৩১, আগে যেমন বলা হয়েছে, পিটিশনটি ০৯.০৯.২০১৫-এ দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু সেদিন ট্রেজারি চালান দাখিল করা হয়নি। নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য পরবর্তী তারিখে একটি আদেশ জারি করেছিল। মিঃ জৈন জমা দিয়েছিলেন যে আদালতের অনুমতি না নিয়ে নির্বাচনী আবেদনকারী এই পরিমাণ জমা দিতে পারতেন না। উক্ত অবস্থানটি প্রমাণ করার জন্য তিনি ১৯৮৬ সালের বিধিগুলির উপর নির্ভরতা রেখেছেন। আমরা বিধি ২৫২,২৫৩,২৬০,২৬১ এবং ২৬২-এর প্রশংসা করেছি। আমরা এই বিধিগুলি পুনরুত্পাদন করা উপযুক্ত বলে মনে করিঃ –

২৫২. একজন রিসিভিং অফিসার নিয়োগঃ-(১) প্রতিটি দেওয়ানি আদালত বা যেখানে দুই বা ততোধিক আদালতের কোষাগারে একটি করে অ্যাকাউন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আদালতের প্রতিটি গোষ্ঠীর আদালতে জমা হওয়া অর্থ প্রাপ্তির দায়িত্ব একজন আধিকারিকের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(২) এই ধরনের আধিকারিককে রিসিভিং অফিসার বলা হবে এবং দেওয়ানি আদালতের প্রিজাইডিং অফিসাররা তাঁকে নিয়োগ করবেন অথবা কোষাগারে দুই বা ততোধিক আদালতের একক অ্যাকাউন্ট থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলা বিচারপতির নির্দেশ সাপেক্ষে সর্বোচ্চ আদালতের প্রিজাইডিং অফিসার তাঁকে নিয়োগ করবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে রিসিভিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য বা রিসিভিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বা অন্যথায় বিশেষভাবে কোনও আধিকারিক নিয়োগ করা হয় না, সেক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের প্রিজাইডিং অফিসার বা ক্ষেত্রমত হাইকোর্টের প্রিজাইডিং অফিসার রিসিভিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর আদালতের অন্য কোনও আধিকারিককে নিয়োগ করবেন।

২৫৩, **অ্যাকাউন্টের হেডঃ-** নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের হেডগুলির অধীনে এই নিয়মগুলির অধীনে প্রাপ্ত এবং প্রদত্ত অর্থকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছেঃ-

(১) আমানত;

(ক) দেওয়ানি আদালতের আমানত, যার মধ্যে রয়েছেঃ

(i) ডিক্রি এবং আদেশের অধীনে প্রদত্ত অর্থ;

(ii) সিভিল প্রক্রিয়া বিধির অর্ডার এক্সএক্স, বিধি ১৪ এবং অর্ডার এক্সএক্সআইভি, বিধি ১ এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ধারা ৮৩ অনুযায়ী জমাকৃত অর্থ;

(iii) সিভিল প্রক্রিয়া বিধির অর্ডার এক্সএক্সআইআই, বিধি ৮৪ অনুযায়ী জমাকৃত বা অর্ডার এক্সএক্সআই, বিধি ৮৫ অনুযায়ী প্রদত্ত অর্থ;

(iv) ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ধারা তিনশো উনআশি উপধারা এক অনুযায়ী জমাকৃত অর্থ;

(v) জামানতের পরিবর্তে জমাকৃত অর্থ;

(vi) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত যে কোনো আইনের অধীনে জমাকৃত অর্থ;

(খ) ছোট নগদ জমা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

(i) সাক্ষীদের যাতায়াত এবং অন্যান্য খরচ;

(ii) রায়প্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাদের জীবিকা ভাতা;

(iii) কমিশন, আমিন ও সালিশদের আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি;

(iv) কমিশনের ফি;

(v) ডাক ও নিবন্ধন ফি;

(vi) ঘোষণাপত্র ও আদেশ প্রকাশের ব্যয়;

(২) অন্যান্য প্রশাসনিক পরিষেবা

(এ) বিচার প্রশাসন

(ক) পরিষেবা ও পরিষেবা ফি;

(i)...
(ii) দেওয়ানি, সেশন ও বিচারিক আদালত;
(খ) জরিমানা ও বাজেয়াপ্তকরণ;
(i)...
(আইআই) দেওয়ানি, সেশন ও অন্যান্য বিচারিক আদালত;
(গ) অন্যান্য প্রাপ্তি।
(i) মালিকবিহীন ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ
(i)...
(ii) দেওয়ানি, সেশন ও অন্যান্য বিচারিক আদালত।
(iii) দরিদ্রদের জন্য আইনি সহায়তা।
(iii) অতিরিক্ত অর্থপ্রদানের পুনরুদ্ধার।
(i)...

(ii) দেওয়ানি ও দায়রা ও অন্যান্য বিচারিক আদালত।

৪. অন্যান্য রসিদ।

(i).....

(ii) দেওয়ানি ও দায়রা ও অন্যান্য বিচারিক আদালত,

(ঘ) স্ট্যাম্পের দায়িত্ব ও জরিমানা।

দ্রষ্টব্যঃ-উপ-শিরোনাম (ক), (খ) এবং (গ) রাজ্য অ্যাকাউন্টে প্রধান শিরোনাম "০৬৫" অন্যান্য প্রশাসনিক পরিষেবা এবং উপ-শিরোনাম (ঘ) প্রধান শিরোনাম "০.৩০" ডাকটিকিট ও নিবন্ধকরণ ফি "-এর অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রধান শিরোনাম এবং উপ-শিরোনামগুলি যখনই বাজেটে পরিবর্তন করা হবে তখনই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে করা হবে,

(৩) বিভাগীয় নগদ সহঃ

(i) প্রতিষ্ঠানের বেতন।

(ii) ভ্রমণ ভাতা।

(iii) আকস্মিকতা।

২৬০, আদালতে অর্থ প্রদানের পদ্ধতি।-আদালতে অর্থ প্রদান সাধারণত একটি মুদ্রিত তিনটে ফরমে দরপত্রের মাধ্যমে করা হবে। আবেদনকারীরা আদালতের ভাষায় দরকারি বিবরণগুলি তিনটে দরপত্রের কলামে। থেকে ৪ কলামে (এফ. ২৩) প্রবেশ করাবেন। আবেদনকারী তখন দরপত্রটি মুনসারিম বা সংশ্লিষ্ট আদালতের পাঠকের কাছে হস্তান্তর করবেন, ক্ষেত্রমত।

" ২৬১. রেকর্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিস রিপোর্ট।-" "মুন্সিম বা সংশ্লিষ্ট আদালতের পাঠক, ক্ষেত্রমত, মামলার রেকর্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে একটি অফিস রিপোর্ট চাইবেন যে দরপত্রের পরিমাণ এবং প্রকৃতি এবং মামলাটির সংখ্যা, বা কার্যধারা, যদি সঠিক হয়, এবং অর্থ প্রদান সেই ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্য কিনা যার অ্যাকাউন্টে এটি দরপত্র দেওয়া হয়েছে।" যে কোনও প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে এবং মুনসারিম বা আদালতের পাঠক, ক্ষেত্রমত, তখন দরপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং অর্থ প্রদানের আদেশ পাস হওয়ার আগে চালানের রেজিস্টারে এটি প্রবেশ করাবেন।

২৬২. অর্থপ্রদানের জন্য আদেশের প্রস্তুতি।-অর্থপ্রদান গ্রহণের আদেশ আদালতের কার্যালয়ে প্রস্তুত করতে হবে এবং দরপত্রের প্রতিলিপি ও তিনটে ফর্মের উপর প্রকাশ করতে হবে এবং ২৫৫,২৫৬,২৫৭ ধারায় নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রাপক বা প্রাপক আধিকারিকের নামে হবে। ২৫৩ নং বিধির হিসাবের প্রধান (১) (ক) এবং (২) এর অধীনে প্রদেয় সমস্ত অর্থের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট আদালতের মুনসারিম বা রিডার দ্বারা আদেশে স্বাক্ষর করতে হবে। তৃতীয় ফর্মের দরপত্রটি মুনসারিম বা আদালতের পাঠক কর্তৃক হেফাজতে রাখা হবে এবং তারপরে তিনি দরপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপি আবেদনকারীর কাছে ফিরিয়ে দেবেন এবং মূল অনুলিপিটি সংশ্লিষ্ট মামলার ফাইলে রাখার জন্য গোপন আদালতে পাঠানো হবে।

৩২. এই প্রসঙ্গে, সাধারণ আর্থিক ও হিসাব বিধিমালা ভলিউম ১ এবং ভলিউম ১-এর প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালাটির নিয়ম ৫৪ কোষাগারে অর্থ প্রদানের সাথে সম্পর্কিত। নিয়ম ৫৬ বিভাগীয় আধিকারিকের দ্বারা চালান স্বাক্ষর করার সাথে সম্পর্কিত। উক্ত বিধিমালাটি নিম্নরূপঃ-

নিয়ম ৫৪: (১) কোষাগার বা ব্যাঙ্কে অর্থ প্রদান নগদ, ই-পেমেন্ট, চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট, ব্যাঙ্কারের চেক এবং পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

(২) চালানঃ এই বিধিমালায় অন্যথায় যেমন বিধান করা হয়েছে, তা সাপেক্ষে অথবা সরকার যদি কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্দেশ না দেয় যে, সরকারী অ্যাকাউন্টে কোষাগারে বা ব্যাঙ্কে অর্থ প্রদানকারী কোনও ব্যক্তি জি. এ. ফর্ম ৫৭-এ একটি চালান পেশ করবে, যাতে অর্থ প্রদানের প্রকৃতি, যে ব্যক্তি বা সরকারী আধিকারিকের অ্যাকাউন্টে এটি করা হয়েছে এবং বিনিময়ে রসিদ প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য, ক্রেডিটের যথাযথ অ্যাকাউন্ট শ্রেণিবিন্যাসের জন্য এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মধ্যে বরাদ্দ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য স্পষ্টভাবে দেখানো হবে।

'দ্রষ্টব্যঃ তবে, ই-পেমেন্টের ক্ষেত্রে, শারীরিক চালানের প্রয়োজন হবে না। পরিবর্তে, নির্ধারিত বিবরণ সাধারণত কাগজের চালান -এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়,

ই-পেমেন্টের একটি স্ক্রোলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যা ব্যাঙ্ক দ্বারা ক্রেডিটের শ্রেণিবিন্যাস এবং সরকারের অ্যাকাউন্ট প্রস্তুতির জন্য কোষাগারে প্রতিটি পৃষ্ঠায় যথাযথভাবে প্রমাণীকরণ করা হবে।

XXX, XXX XXX,

৫৬ নং বিধিঃ বিভাগীয় আধিকারিকের দ্বারা চালানে স্বাক্ষরঃ যখন কোনও বেসরকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিকের সঙ্গে একই স্থানে অবস্থিত কোষাগারে অর্থ প্রদান করেন, তখন ব্যাঙ্ক, ট্রেজারি বা ব্যাঙ্কের কাছে জমা দেওয়ার আগে সেই আধিকারিকের স্বাক্ষর থাকবে যার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করতে হবে। বিভাগীয় আধিকারিক বিশেষভাবে আমানতকারীকে দেওয়ার আগে শ্রেণিবিন্যাস পরীক্ষা করবেন। এই ধরনের চালান 'ট্রেজারি অফিসার'-এর হস্তক্ষেপ ছাড়াই সরাসরি ব্যাঙ্কে গ্রহণ করা হবে।

দ্রষ্টব্যঃ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অ-গেজেটেড সরকারি কর্মচারীদের দ্বারাও চালানে স্বাক্ষর করা যেতে পারে। বর্তমানে আবগারি পরিদর্শক, বালোত্রা এবং বীমা সহায়করা আবগারি রাজস্ব এবং পঞ্চায়েত সমিতি বা স্থানীয় সংস্থাগুলির দ্বারা রাজ্য বীমা ইত্যাদির জন্য আমানতের জন্য চালানে স্বাক্ষর করার জন্য অনুমোদিত।

৩৩, এই প্রসঙ্গে, আমরা রাজস্থান ট্রেজারি নিয়মস, ২০১২ (এরপরে "২০১২ বিধি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) -এর নিয়ম ৮৩ এবং নিয়ম ৮৬-এর কথাও উল্লেখ করতে পারি। সেগুলি নিম্নরূপঃ-

৮৩. কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক আদেশ ব্যতীত কোনও জিনিস জমা হিসাবে জমা করা উচিত নয়। এছাড়াও, কোনও আমানত রেজিস্টারে কোনও পরিমাণ জমা করা হবে না যা অন্য কোনও অ্যাকাউন্টের হেড-এ নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, এখনও বকেয়া নেই এমন কোনও চাহিদার কারণে সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব জমা হিসাবে বিবেচনা করার পরিবর্তে যথাযথ রাজস্ব হেড-এ জমা করা উচিত।

XXX, XXX,

৮৬. এই বিভাগের অধীনে সমস্ত ধরনের রাজস্ব আমানত পৃথকভাবে ট্রেজারি সংযুক্ত এজেন্সি ব্যাঙ্কে চালান/সিস্টেম জেনারেটেড চালান এবং অন্যান্য নির্ধারিত নথির সাথে প্রদান করা হবে যা রাজস্ব আমানত রেজিস্টারে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিবরণ উল্লেখ করে। লোকসভা নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত সুরক্ষা আমানত ব্যতীত রাজস্ব আমানতের প্রতিটি আইটেম প্রাপ্ত,

কে সঙ্গে সঙ্গে অনন্য শনাক্তকরণ নম্বর দিয়ে সঠিকভাবে প্রবেশ করানো উচিত। প্রতি বছর নতুন করে শুরু করে প্রতিটি রেজিস্টারের জন্য আলাদা সংখ্যক নম্বর থাকা উচিত। সমস্ত আমানত আলাদাভাবে চালানে অথবা অন্যান্য নথির সাহায্যে কোষাগারে জমা রসিদ রেজিস্টারে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিবরণ দিয়ে জমা করতে হবে। ট্রেজারি অফিসারকে প্রতিটি এন্ট্রির পরিমাণ ও বিবরণ সাবধানে পরীক্ষা করতে হবে এবং তারপর প্রত্যেকটির বিপরীতে যথাযথ কলামে তার আদ্যক্ষরগুলি সেট করতে হবে। রাজস্ব আমানত রেজিস্টারের বিন্যাসটি ফর্ম নং. টিওয়াই-২-এ সংযুক্ত করা হয়।

দ্রষ্টব্যঃ ১. রাজস্ব আমানত রেজিস্টারগুলি প্রতি বছর খোলার প্রয়োজন নেই তবে পুরানো রেজিস্টারে পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃষ্ঠা উপলব্ধ থাকলে সেগুলি ব্যবহার করা উচিত, প্রতিটি শ্রেণীর আমানতের জন্য প্রতি বছর পৃথক সংখ্যক নম্বর দেওয়া হয়।

২. "আমানতের প্রকৃতি" কলামে প্রবেশ করা অর্থ কেন জমা করা হয় তা ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

৩. ব্যবস্থা চালিত পরিবেশ, ট্রেজারি অফিসার তৈরি করবেন প্রাপ্ত প্রতিটি রাজস্ব আমানতের জন্য নতুন অ্যাকাউন্ট। অনন্য জমা আইডি অ্যাকাউন্ট তৈরির সময় তৈরি করা হবে যা আমানত ফেরত দেওয়ার সময় মূল আমানতের লিঙ্ক প্রদান করবে।

৩৪, শ্রী জৈন ফর্ম জি.এ.-৫৭-এর উল্লেখ করেছেন। উক্ত ফর্মটি নগদ চালানের সাথে সম্পর্কিত। এটি জমাকারীর স্বাক্ষর, যার পক্ষে আমানত করা হচ্ছে তার বিবরণ এবং আমানতের অনুমতির ব্যবস্থা করে। ফর্মটিতে আমানতের পরিমাণ এবং নির্দিষ্ট বিভাগ বা শ্রেণিবিন্যাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মূলত, উক্ত যুক্তিটি এই যে ১৯৮৬ সালের বিধি এবং ২০১২ সালের বিধি একত্রে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে সংশ্লিষ্ট আদালত বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনো আমানত করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে অশোক কুমার বনাম মাননীয় এ.ডি.জি. নং ২, চিত্তৌরগড় ও অন্যান্য মামলায় মাননীয় একক বিচারকের দেওয়া রায়কে সমর্থন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ক্ত মামলায়, উচ্চ আদালত গ্রাম পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ নির্বাচনের বিধি ৮৫ নিয়ে বিচার করেছিল। এই কার্যক্রমটি রাজস্থান পঞ্চায়তি রাজ আইন, ১৯৯৪-এর ধারা ৪৩ এর অধীনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং রাজস্থান পঞ্চায়তি রাজ নির্বাচন বিধি, ১৯৯৪ (সংক্ষেপে, "১৯৯৪ বিধি")-এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯৯৪ বিধির বিধি ৮১(২) অনুযায়ী, কোনো আবেদনকে নির্বাচন বিধির অধীনে উপস্থাপিত বলে গণ্য করা হবে না, যদি না আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে বিরোধী পক্ষের খরচের নিরাপত্তা আমানত হিসেবে ৫০/- টাকা জমা প্রদান করে।

উক্ত ক্ষেত্রে, নির্বাচনী আবেদনটি ২৮.০২.২০১৫-এ দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু আবেদনের সাথে খরচ জমা করা হয়নি এবং তা ১২.০৩.২০১৫-এ জমা করা হয়েছিল। ঝুঁকে থাকা একক বিচারকের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে নির্বাচনী আবেদনকারী ২৮.০২.২০১৫-এ জমা দেওয়ার জন্য চালান/দরপত্র জমা করেছিলেন কিন্তু নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল কোষাগারে খরচ জমা করার জন্য কোনও আদেশ জারি করেনি এবং তাই, সেই দিন তা জমা করা যেত না এবং আদেশ পাস হওয়ার পরে জমা দেওয়া হয়েছিল। কান খোলা একক বিচারক নির্বাচন বিধিমালার ৮৫ নং বিধির কথা উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, মামলা সংক্রান্ত সিপিসিতে প্রদত্ত পদ্ধতি যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য করা হয়েছে এবং তিনি বলেন যে, যদি আমানত ২৫/- টাকার বেশি হয়, তবে তা কেবল তখনই কোষাগারে জমা করা যেতে পারে, যদি আদালত বা মুনসারিম বা সংশ্লিষ্ট আদালতের পাঠক কোনও আদেশ জারি করেন।

৩৫. এই প্রসঙ্গে শ্রী সিং গুলাব সিং বনাম মুন্সিফ এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী এবং অন্যান্যদের মামলায় রাজস্থান হাইকোর্টের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন। উক্ত মামলায়, অর্জিত একক বিচারক রাজস্থান পঞ্চায়েত এবং ন্যায় পঞ্চায়েত নির্বাচন বিধিমালা, ১৯৬০-এর নিয়ম ৭৯ (২) এবং (৩)-এর অধীনে প্রদত্ত সুরক্ষা আমানত নিয়ে কাজ করছিলেন। উক্ত মামলায়, আমানত পরবর্তীকালে করা হয়েছিল। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বিধানটি বাধ্যতামূলক হওয়ায় এটি মামলার জন্য মারাত্মক ছিল। উক্ত বিধিমালাটির নিয়ম ৭৯ (২) নিম্নরূপঃ –

"৭৯(২) এই বিধিসমূহের অধীনে কোনো আবেদন উপস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না, যদি না আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে বিরোধী পক্ষের খরচের নিরাপত্তারূপে ৫০/- টাকা জমা প্রদান করে।"

৩৬. বিদ্বান একক বিচারক চরণ লাল সাহু (এ) (উপরে)-এর উপর নির্ভরতা স্থাপন করেন এবং এই রায় দেন যে, জামিনের আমানত সংক্রান্ত বিধি ৭৯ (২) পিটিশনের সঙ্গে বাধ্যতামূলক এবং যেহেতু ১৯৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যখন নির্বাচনী পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল, তখন বিরোধী পক্ষের খরচের জন্য প্রয়োজনীয় ৫০/- টাকা আমানতের সঙ্গে তা উপস্থাপন করা হয়নি, তাই আইনি ও যৌক্তিক পরিণতি হবে যে, রাজস্থান পঞ্চায়েত এবং ন্যায় পঞ্চায়েত (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৬০-এর বিধি ৭৯ (২)-এর আদেশ অনুযায়ী নির্বাচনী পিটিশনটি বিধি অনুসারে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, বিদ্বান একক বিচারক মতামত দিয়েছিলেন যে নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের টিটি৯৮১ উইন (ইউসি) ৭৮-এর কাছে কোনও বৈধ নির্বাচনী পিটিশন ছিল না।

৩৭. এখানে উপরের আলোচনাটি তিনটি 'ক' বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথমত, আমানত বাধ্যতামূলক এবং আমানতের পদ্ধতি হল ডিরেক্টরি; দ্বিতীয়ত, আমানত না করার অর্থ বরখাস্ত করা এবং অনিয়মিত আমানত নিরাময়যোগ্য এবং তৃতীয়ত, যাচাইকরণ, পক্ষগুলির স্বাক্ষর, অনুলিপি পরিষেবা ইত্যাদির মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে, যথেষ্ট সম্মতি বা নিরাময়ের মতবাদের নীতি প্রযোজ্য হবে। হাতে থাকা ক্ষেত্রে, নিয়ম ৩ (৫) (ডি নির্দেশ দেয় যে নির্বাচনী পিটিশনটি কোষাগার চালানের সাথে থাকবে। নিয়মে ব্যবহৃত শব্দটি 'সহ' এবং 'সহগামী' শব্দের অর্থ সহ-অস্তিত্ব বা পাশাপাশি যাওয়া। একটি বিচ্ছেদ বা পৃথকীকরণ হতে পারে না। নির্বাচনী আবেদনের সঙ্গে ট্রেজারি চালান এবং ট্রেজারি চালানের উল্লেখ থাকতে হবে, যেমনটি এই আদালত বুঝতে পেরেছে, কোষাগারে জমা রাখতে হবে। ২০১২ সালের নিয়মাবলী, যখন 'সি' যথাযথভাবে বোঝা যায়, তখন এও বোঝায় যে কোষাগারে জমা রাখতে হবে। একবার ট্রেজারি চালান ছাড়াই নির্বাচনী পিটিশন পেশ করা হলে, চরণ লাল সাহু (১) (উপরে) এবং এলতেমেশ রেইন (উপরে)-এর ক্ষেত্রে জমা না করার বিষয়ে এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হবে। এম করুণানিধি (উপরে), কে কামরাজা নাদর (উপরে), চন্দ্রিকা প্রসাদ ত্রিপাঠি (উপরে) এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলিতে বর্ণিত নীতিটি আকৃষ্ট হবে না। ১৯৮৬ সালের বিধিমালায় অশোক কুমারের (উপরে উল্লিখিত) বিজ্ঞ একক বিচারপতির দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক আইন নির্ধারণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি কারণ আমরা দেখতে পাই না যে প্রকৃতপক্ষে এমন কোনও নিয়ম রয়েছে যা নির্বাচনী পিটিশন উপস্থাপনের সময় অনুমতি ই চাওয়ার পরে নির্বাচনী পিটিশনে নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের সামনে ট্রেজারি চালান দাখিল করার পরামর্শ দেয়। অনুমতি, যদি থাকে, তবে আগে চাওয়া যেতে পারে। বজরং লাল বনাম কানহাইয়া লাল এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এইরকম ছিল যেখানে নির্বাচনী পিটিশনটি ৩১.৮.২০০৫-এ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৫৯ সালের আইনের ধারা ৫৩-এর অধীনে ৩০.৮.২০০৫-এ উকিলের স্বাক্ষর সহ নীচের আদালতে একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। এবং একই আবেদনে আদালত নিজেই একটি আদেশ পাস করে যে আইনজীবীকে ১৯৫৯ সালের আইনের ৫৩ ধারার অধীনে নির্বাচনী আবেদনের জন্য সুরক্ষার পরিমাণ জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনী পিটিশনটি ৩১.৮.২০০৫-এ জমা দেওয়া হয়েছিল। এই জাতীয় বাস্তবতায়, হাইকোর্ট খুঁজে পেয়েছে যে বিধানটি মেনে চলা হয়েছিল।

৩৮. মিঃ জৈন বলবেন যে এটি কোনও দুরারোগ্য ত্রুটি নয়, কারণ আমানত সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে করা হয়েছে। উক্ত জমাটি আমাদের প্রভাবিত করে না কারণ নিয়ম ৭ বিচারকের কাছে আবেদনটি খারিজ করা ছাড়া কোনও বিকল্প রাখে না। সুতরাং,

উভয় নিয়মে ব্যবহৃত ভাষা এটা থাকা সত্তেও, আমরা মনে রাখতে বাধ্য যে ট্রেজারি চালান জমা করা যার অর্থ নির্বাচনী পিটিশন উপস্থাপনের সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ কোষাগারে জমা করা বাধ্যতামূলক। অতএব, অনিবার্য উপসংহার হল যে কোনও বৈধ নির্বাচনী পিটিশন উপস্থাপন করা হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা বিচারক আইন অনুযায়ী নির্বাচনী পিটিশন প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য ছিলেন।

৩৯. উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আপিলটি মঞ্জুর করি এবং হাইকোর্টের সেই আদেশটি বাতিল করে দিই যা অতিরিক্ত জেলা বিচারকের আদেশকে নিশ্চিত করেছে যার ফলে নির্বাচনী আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হবে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu